

কেন এই যুদ্ধ?

কুদ্দুস এ খান

(আমার এই লেখাটি আমি ফতেমোল্লা নামে উৎসর্গ করলাম। ফতেমোল্লা মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সব চেয়ে শক্তিশালী সৈনিকদের একজন ও মৌলবাদ বিরোধী দার্শনিক। তার হাতের কলম অত্যন্ত ধারালো ও শক্তিশালী। তিনি বাংলা ও ইং রাজী দুই ভাষাতেই সমান ভাবে দক্ষ। দুই ভাষাতেই তিনি প্রতিটি মৌলবাদী লেখার, প্রতিটি লাইনের বিরুদ্ধে জবাব লেখেন। সাবাস! ফতেমোল্লা।)

৯-১১ এর পর বিশ্বব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক যুদ্ধ চলছে। পশ্চিমা বিশ্ব বনাম মুসলিম বিশ্ব। মুসলিম বিশ্ব আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে সাম্রাজ্যবাদী আশ্বাসন মনে করছে। তারা মনে করছে; আমেরিকান সিনেমা, এন্টারনেট, টিভি, বিশেষ করে সি এন এন মুসলিম বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যম। ইহা ইহুদীদের দ্বারা পরিচালিত। ইহুদীরা পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে মুসলিম সংস্কৃতি ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। অপর-পক্ষে, পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম বিশ্বকে গণতন্ত্র বিহীন স্বৈরাশাসক ও সন্ত্রাস রপ্তানীকারী ধর্মের ধারক ও বাহক মনে করছে। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম মুসলিম সংস্কৃতিকে সপ্তম শতকের ব্যর্থ অচল ও পশ্চাৎপদ সংস্কৃতি মনে করছে, যা আধুনিক ইন্টারনেটের যুগে অচল। মুসলিম সংস্কৃতি গণতন্ত্র বিরোধী, কেননা মুসলিম সংস্কৃতিতে ধর্ম ও রাষ্ট্র এক ও অবিচ্ছিন্ন মনে করা হয়। অথচ আধুনিক গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রই হচ্ছে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করা, যা মুসলিম সংস্কৃতি অস্বীকার করে ও ইসলাম বিরোধী মনে করে। কারণ মুসলমানরা আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য শপথ করে, মানুষের রাজত্ব নয়। এই দুই পরস্পর বিরোধী আদর্শ বা সাংস্কৃতিক যুদ্ধ সামরিক যুদ্ধ আকার ধারণ করবে, সেটাই স্বাভাবিক। এই যুদ্ধ ব্যাপক আকারে রাষ্ট্র সমূহের মাধ্যমে না হয়ে ক্ষুদ্রাকারে হতে পারে। অতএব আফগানিস্তান ও ইরাকের ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং বৃহৎ সাংস্কৃতিক যুদ্ধের ক্ষুদ্র সামরিক আকার ধারণ করার উদাহরণ মাত্র। বন্ধুদের দার্শনিক ফতেমোল্লা বলেছেন, ‘যুদ্ধ এড়াতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু মুসলমান সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব এতবেশী বলেই তা এড়ানো সম্ভব হবেনা।’ একটা বিশ্বাস বা ধর্মকে চট করে ঝেড়ে ফেলা যাবে না। আমরা তালেবানদের দেখেছি। আবার ও পাকিস্তানের এক অংশে তালেবানি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পাকিস্তানের ফ্রন্টিয়ারে তালেবান মুসলমানরা নির্বাচনে জয়ী হয়েছে এবং সরকার গঠন করেছে। সরকার গঠন করে প্রথমে যে কাজটি করেছে, তা হলো সমস্ত সিনেমা হল বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর সমস্ত গানের সিডি একত্রিত করে, তাদের পবিত্র দিন শুক্রবারে হাজার হাজার জনতার সম্মুখে পুড়িয়েছে। বর্তমানে পাকিস্তানের এই অংশে সিনেমা, টি ভি নিষিদ্ধ। আপাতত দৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছে, এর প্রতি জনগণের সমর্থন রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা এ কাজটি করেছে কেন? জবাব, সেই একই কথা। সব ধর্ম, সব সময় জনগণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং করার চেষ্টা করে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ক্রমাগত প্রযুক্তিগত প্রগতি। আধুনিক প্রযুক্তির কারণে বিশ্ব ক্রমাগত ছোট হয়ে আসছে। আজ পাকিস্তানের দূর্গম প্রান্তের একটি গ্রামের অতি সাধারণ নাগরিকও টিভি বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সুদূর হলিউডে কি হচ্ছে তা জানতে পারে। তাই বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে এই, ধর্মের পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তিই মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। এটা ইসলামিষ্টদের পক্ষে ডাইজেস্ট করা মূলত অসম্ভব।

This inevitable war

Quddus A. Khan

(English translator: Abul Kasem)

[I have dedicated this article to Fatemolla. Fatemolla is not only an anti-fundamentalist but he is also one of the most steadfast fighters of fundamentalism. His writings are sharp and powerful. He is equally adept in writing in the English language as well as in Bangla. He has proved himself to be superbly crafty in answering every aspect of fundamentalist writings – every line and sentence of them. Bravo Fatemolla.]

Since the aftermath of 9/11, a cultural war has started. It is a war between Islam and the rest of the infidel world. The Muslim world considers the rest of the infidel culture led by the USA to be a great danger to its existence. Their perception is that the American cinema, Internet, television and especially CNN, the leading US media Mogul, have unleashed a carefully orchestrated anti-Islamic propaganda. It is the Jews who are behind this entire tirade against the Muslims, so they believe. The Muslim world came to the notion that the Jews are using the western propaganda media to malign and destroy Islam. On the other hand, the western world considers the Muslim world to be undemocratic, autocratic and a bastion of violence. They identify Islam as a harbinger and exporter of terrorism. The western civilization perceives Islam to be a backward and a failed social and cultural system of the seventh century that is hopelessly unfit for modern days of Internet and high technology. I certainly find some truth in this observation of the west towards Islam. This is because the basic tenet of Islamic faith eschews the cardinal principle of the separation of religion and the state which is the foundation of the modern western civilization and their societies. The separation of faith and the state affairs is an anathema to Islam. This concept is totally unacceptable to the Islamists. They are adamant upon creating a state for the governance of Allah and not to establish the rule for and by the people. Thus, we see that these two ideas are completely anachronistic to each other. Hence, a clash is inevitable – call it a clash of civilization or a clash of culture; whatever it may be, the final form of this clash will surely be a military war, have no doubt about it. My feeling is that this war may not be a wide war involving all the states, but it may be a small-scale war, limited to a few states only. Therefore, we can observe that Afghanistan and Iraq are not isolated cases. They are, rather, a miniaturized military version of the great clash of culture and are simply a prelude to what to come in future.

My philosopher friend Fatemolla has said, “It is good to avoid war. However, the Muslim society is so much mired in religious dogma that it will not be possible to avert this collision.” I do agree with his view. It is because people will not discard their faith overnight. We have seen this happening in the Taliban-free Afghanistan. Now we witness that Taliban states are being formed in certain parts of Pakistan. After winning the election in the North West Frontier Province of Pakistan, the Taliban/fundamentalist coalition has formed a government. The first act of this Taliban government was the banning of all cinemas in the state. Not being satisfied with this, they collected all the music CDs and burned them on a Friday assembly in the presence of thousands of devout followers of Islam. All television programs and cinema shows are now banned in this part of Pakistan. It appears that this Taliban action has good public support, to say the least.

A question arises naturally. Why these tribal people are resorting to such mind-boggling acts? The answer to this question is not difficult to fathom. It is religion, I have no hesitation in saying so. All religions brainwash people by creating a great influence on their

এটা ইসলামিষ্টদের পক্ষে ডাইজেস্ট করা মূলত অসম্ভব। কাজেই তাদের বাঁচতে হলে, এবং তাদের ধর্মকে বাঁচাতে হলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন। কারণ শুধুমাত্র রাষ্ট্র ই পারে আধুনিক প্রযুক্তি তথা টিভি, সিডি, ইন্টারনেট ইত্যাদি পুড়িয়ে দিতে কিংবা ধ্বংস করতে। সুতরাং, সার্বিক ভাবেই এটা সাংস্কৃতিক যুদ্ধ।

আমার জনৈক ইসলামিষ্ট বন্ধু প্রশ্ন রেখেছেন, পাকিস্তান বা সৌদি আরবের সরকার অথবা তাদের জনগণ যেভাবে খুশি তাদের জীবন যাপন করুক, তাতে তোমার বা পাশ্চিমা দেশ গুলোর কি? আমি তখন ইরানের উদাহরণ দিলাম। প্রথম, ইরানে সেটেলাইট টিভি ও ইন্টারনেট মুসলিম সরকার বেআইনি ঘোষনার করার পর, লক্ষ লক্ষ বেআইনি টিভি ও ইন্টারনেটের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। আর এটা ইরানি জনগণ করেছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। এক পর্যায়ে ইরানি কর্তৃপক্ষ প্রতিবেশী দেশের সেটেলাইট রিলে স্টেশন ধ্বংস করার জন্য সুইসাইড মিশন গঠন করার কথা ঘোষনা করেছিল। দ্বিতীয়, সালামত রুশদী যখন লন্ডনে বসে ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু লিখে, তখন ইরানি কর্তৃপক্ষ তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষনা করে সুইসাইড মিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর তা সমর্থন করেছিল বিশ্বব্যাপি মুসল-মানগন। আমেরিকা বা লন্ডনে বসে কোন মুসলমান ভাই যদি যীশুখৃস্ট বা খৃষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে ১৮ খন্ড মহা কেতাব রচনা করেন, আমার মনে হয় না, এটা কারও কোন মাথা ব্যথার কারণ হবে। আমেরিকার জনগণ বা সরকারের হয়ত এই ১৮ খন্ড মহাকেতাবের কথা জানার আগ্রহ থাকেবে না।

বাংলাদেশ সহ যে কোন মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রের রাজধানীতে গিয়ে কেউ যদি কোরান বা কোরানের প্রবর্তক মোহাম্মদের বি-পক্ষে কোন বক্তব্য রাখেন, তা হলে সেই ব্যক্তির আয়ুষ্কাল ১০ মিনিটের মধ্যে নির্ধারিত হয়ে যায়। আল্লাহর হুকুমে ১০ মিনিটের মধ্যেই তার মৃত্যু গ্রহণ করতে হবে। আর মুসলিম রাষ্ট্রের জনগণ এটা সমর্থন ও করবে। কারণ, এটাই তাদের সংস্কৃতি; এবং এটাই তাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ও এই সংস্কৃতির গুরু সপ্তম শতকে। কাজেই অচল সপ্তম শতকের সংস্কৃতির সহিত আধুনিক ইন্টারনেট সংস্কৃতির একটি ঘোষনা বিহীন যুদ্ধ চলছে, এটা চলবে। এক পর্যায়ে এটা সামরিক আকার ধারণ করবে। এবং সেটাই হবে চূড়ান্ত ক্ষণ, ইসলামের ভাষায় রোজ হাসর। এই যুদ্ধ সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ন্যায় ব্যাপক আকারে বিশ্বব্যাপী না হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি ভিত্তিক হয়ে শেষ হবে। বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় ১কোটি বিশ লক্ষ। এরা হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাবে না। চূড়ান্ত যুদ্ধের পর তারা আধুনিক বিশ্বের আধুনিক চিন্তাভাবনা নিয়ে বাঁচতে শিখবে। ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে আলাদা করতে শিখবে। ধর্মের জন্য জিহাদ ঘোষনার পরিবর্তে ধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হবে। আমার ধারণা খৃষ্টানদের মত মু-সলিমদের কেন্দ্র বর্বরদের বাসস্থান সৌদি আরবে না হয়ে পশ্চিমা বিশ্বের কোথাও হবে। কারণ শুধুমাত্র পশ্চিমা বিশ্বই ধর্মের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারে।

যে কারণে যুদ্ধ অনিবার্য। মূলতঃ মুসলমানরা জাতীয় চিন্তা চেত-নার চেয়ে আন্তর্জাতিক মুসলমান ভার্ভুতের উপরই বেশী প্রাধান্য দেয়। ট্রাইবাল আফগানিস্তান নুতন কোন দেশ নয়। সমস্যা সৃষ্টি করেছে সৌদি আন্তর্জাতিক মুসলমান নেতা ওসামা বিন লাদেন গ্রুপ। তারা আফগান সমস্যা বড় করে না দেখে আমেরিকাকে মুসলিম সংস্কৃতির শত্রু ঘোষনা করেছে এবং আমেরিকার অভ্যন্ত রে টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে শতশত লোক হত্যা করেছে। ফল যা হবার তাই হয়েছে। ঘুমন্ত সিংহকে খোঁচা মেরে জাগিয়ে বুঝিয়ে দেয়া, আমরাই তোমার প্রধান শত্রু। তোমার অগ্রগতি, তোমার উন্নতি আমরা সপ্তম শতকের ঘোড়ায় চরা সৈন্য দিয়ে ধ্বংস করে দেব। আমরা মুসলিমরা তোমাদের ওয়াশিংটন দখল করব

mindset. This is fine as long as the society remains static and no progress takes place. The problem is; it is not so. The development of technology and progressive ideas profoundly impact a society. Today's technology has made it a small world, a global village, to say it succinctly. The impact of today's information revolution is such that even the news and the events of the Hollywood reaches the remotest vil-lager of Pakistan, thanks to the Internet and satellite television. The truth, therefore, is that it is the technology and not religion that is in-fluencing the human civilization. The Islamists, of course, could never digest this reality. They seek the power of the state to preserve their hold on religious bigotry. They know rather well that only the mighty power of the state is capable to destroy the modern technology such as Internet, television, CD...etc. So, it is a war of culture in all aspects.

An Islamist friend of mine is very unhappy that the western infidels should poke their nose in the affairs of the Islamic countries like Saudi Arabia or Pakistan. He asserts that let the people and the government of these Islamic countries choose to live their lives as per their wishes. Why not the west leave them alone? Why should the west interfere in their affairs? To answer him, I cited the example of Iran. After the banning of satellite television and Internet by the Mullahs of Iran, mil-lions of Iranians got hooked on Internet and satellite TV, albeit ille-gally. The Iranians resorted to this illegal act in defiance of the harsh penalties for indulging in such unlawful acts. They did this of their own accord, without any influence from any person or society. At one stage the Iranian authorities were so desperate that they announced suicide missions to destroy the satellite relay station of its neighboring countries. At another occasion the Mullah government of Iran, after announcing the death sentence on Salman Rushdi, dispatched a sui-cide squad to finish him. All the Muslims of the world did support this decision of the Mullah. How pathetic! It is needless to say this kind of savagery will not happen in any part of the infidel west. Even when a Muslim author writes eighteen volumes of a tome decrying and defil-ing Jesus and his religion, this will be of little concern to the Christian world. They will not give a hoot to what this Muslim author writes.

It is certain to say that in any capital city of a Muslim majority country including Bangladesh, if anyone dares to write or comment against Muhammad or Koran, his life span will be cut down to a mere ten minutes at the maximum. He has to die within ten minutes by the dic-tates of Allah. The saddest part is that this unconscionable death will have the support of the majority Muslim population. They will defend this simply because it is the religious injunction. This is their belief and this is the Muslim culture. Period. This belief and culture began in the seventh century. Today, an undeclared conflict is going on be-tween this seventh century, unworkable culture and the modern age of Internet. This conflict is inevitable and it will continue in the foresee-able future. At one stage, this confrontation is bound to become a mili-tary war. This will be the culmination of this hostility. It will be the ultimate battle, the final day as per Islamic belief. This eventual war may not take the severity and scope of WW II; rather it will be con-fined to a few smaller nations within a limited territory. The war will end quite soon too. This war will not annihilate the one billion or so Muslim of the world. Rather, it will force the Muslims to come to their senses, to see clearly and to conform to the angles will descend in our assistance.' Washington understood loud and clear the message sent by the Jihadis and acted promptly and accordingly without wasting time. The answer from America was the laser-guided bombs in Af-ghanistan. Without much loss of human lives they decimated the Tali-bani regime with complete ease with the use of modern weapons. How come no divine angel came down to help the Talibans? Could it be that the angels lost their

দখল করব ঘোড়া আর তলোয়ার দিয়ে। আর আকাশ থেকে দলে দলে ফেরেস্তা এসে আমাদের সাহায্য করবে। এই মেসেজ যখন ওয়াশিংটনে পৌঁছাল, ওয়াশিংটন আধুনিকতম লেজার বোম নিয়ে যাত্রা করলো আফগানিস্তানের দিকে। জনবল ছাড়া শুধুমাত্র আধুনিক অস্ত্রের মাধ্যমে, মাত্র কয়েক দিনেই তালেবান রাজত্ব বিলুপ্ত। তাদের সাহায্যে আকাশ থেকে ফেরেস্তার আর্সে নি, সম্ভবত ফেরেস্তার আধুনিক অস্ত্র মোকাবেলা করার মত মানসিক বল হারিয়ে ফেলেছিল।

আফগান যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে লাদেনের ৬ ফুট ছবি নিয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মিছিল করেছে। অথচ বহু বাঙ্গালী ভাইয়েরই আফগানিস্তানের ভৌগলিক অবস্থান জানা নেই। বাঙ্গালী মুসল-মানরা তাদের জাতিগত স্বার্থের কথা তখন ভুলে গেছে। কারণ এটাই মুসলিম সংস্কৃতি। আর এটাই আমাদের সংস্কৃতি। ফল কি হয়েছে? বাংলাদেশের নাম আমেরিকার বিশেষ সন্ত্রাসী লিষ্টে। এখন উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত সমস্ত বাঙ্গালীকেই আমেরিকান সরকার বিশেষ নজরে রাখছে। আমেরিকায় বসবাসরত অর্ধেকেরও বেশী বাঙ্গালী অবৈধভাবে বসবাস করছে। তারা বিরাট অংকের টাকা বাংলাদেশ পাঠাচ্ছে। তা দিয়ে হাজার হাজার লোক খেয়ে পরে ভাল থাকছে। এই অবৈধ বাং গালীদের যদি দেশে ফিরে যেতে হয়, অথবা চাকুরিচ্যুত হতে হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বসে যাবে, এটাই আমার ধারণা। আমার ঐ ইসলামিষ্ট বন্ধুটিকে এ কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাখে আল্লা মারে কে।

ইরাকের সাথে আমেরিকার যুদ্ধ হলে বাংলাদেশের জনগন ইরাককে সমর্থন দেবে, মিছিল করবে, আমেরিকার পতাকা পোড়াবে সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই আমাদের সংস্কৃতি। ফল যা হবার তাই হবে। আমেরিকা সহ পশ্চিমা বিশ্ব বাংলাদেশের প্রতি ইন্টারেস্ট হারাবে। তাতে সাহায্য কম আসবে। বেসরকারি পুঁজি নিয়োগ বন্ধ হবে। হয়তোবা বাংলাদেশের অর্থনীতি বঙ্গপোসাগরে নিমজ্জিত হবে। তাতে কি? আমরা মুসলমান, আমরা মুসলমান হিসাবে জন্মেছি, মুসলমান হিসাবে মরব। মরতে তো হবেই। না খেয়ে মরতে দোষ কি?

ইসলামিষ্ট বন্ধুটি আমাকে বললেন, আল্লাহ সব ই করতে পারে। সৌদি আরবের লোকেরা বিশাল মরুভূমিতে উট চরিয়ে বেরাত। যেহেতু সৌদি ইসলাম ও ইসলামের পিঠস্থান মক্কার রক্ষক, সেহেতু আল্লা সৌদির মাটির তলায় পেট্রোল রেখেছে। আমি বললাম, ঐ পেট্রলের এক ফোঁটার ও মালিক সৌদি জনগণ নয়। সমস্ত পেট্রলের মালিক সৌদি বাদশা। তারা ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের সহিত সুসম্পর্ক রেখে দেশ শাসন করছে এবং পেট্রোল বেচা সমস্ত টাকা বিদেশী ব্যাঙ্কে রাখছে। জনপ্রতি চল্লিশেরও অধিক স্ত্রী রয়েছে। বিদেশে অসংখ্য বাড়ী রয়েছে, প্রতিটি বাড়ীতে আবার অসংখ্য ম্যাডামও রয়েছে। এই হচ্ছে ইসলামের রক্ষকদের মোটামুটি অবস্থা, আর এটাই অন্ততঃ সৌদি রাজা মুসলিমের সংস্কৃতি। প্রশ্ন হচ্ছে সৌদি- রাজা-মুসলিম সংস্কৃতি আধুনিক বিশ্বের জন্য হুমকি কিনা? ইসলাম ও ইসলামের Symbol, মক্কার রক্ষক, সৌদি আরব তার দেশে রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলিম ভাতৃত্বের নামে বিশ্ব ব্যাপী মাদ্রাসা-সংস্কৃতি ও মসজিদ-সংস্কৃতি গড়ে তুলছে। উদাহরণ স্বরূপ, গত পঁচিশ বছরে ৬০,০০০ হাজারের ও অধিক মাদ্রাসা বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে সৌদি দিনারের সাহায্যে গড়ে উঠেছে। এগুলোতে কোন আধুনিক টেকনোলজীর উপর কোন শিক্ষা দেয়া হয়না। তাদের শিক্ষা দেয়া হয় পরকালের বেহেশতের সুখের জন্য, ইহ কাল অর্থাৎ বর্তমান জীবনকে উৎসর্গ করার জন্য। ইহ কাল পরিত্যাগ করলে এই মাদ্রাসার ভাইয়েরা পরকালে,

be that the angels lost their motivation after they witnessed the incredible power of modern weaponry of the infidels? How come?

While the war in Afghanistan was going on, hundreds and thousands of Bangladeshis took part in procession carrying the six feet poster of brother bin Ladin. Many of these Jihadis did not even know the geographical location of Afghanistan, to say the least. The Bengali Muslims had forgotten the national interest for that moment. It was because they believed in Islam.. What is the result of all those Jihadi actions? Bangladesh is now in the terrorist-prone list of America. All Bangladeshi residents of North America are now in the watchful eye of the American government. It is estimated that almost half the Bangladeshi residents in America are illegal migrants. Their remittance to Bangladesh is huge. Thousands of Bangladeshis are able to afford a decent living standard, thanks to the money sent by these illegal migrants in America. If these illegal Bangladeshis are now deported or if they lose their job a catastrophic economic disaster will befall Bangladesh. When this scenario was presented to my Islamist friend, his blithe reply was, 'without Allah's will no one may die.'

If a war breaks out between Iraq and America, Bangladeshis, without any question will give their unflinching support to Iraq. They will surely organize long marches in the streets, inflammatory, anti-American slogans will be raised, American flag will be burned. This will be the natural reaction of most Bangladeshis, as Islamic culture comes first to them. The result of this protest action is quite predictable too. America and the west will lose interest in the affairs of Bangladesh. There will be a drop in western aid. Private investment from America and the west will stop. It is needless to say that the economy of Bangladesh will go down the drain all the way to the Bay of Bengal! However, this pathetic situation will hardly alarm the Islamists. They will happily say that since they are born Muslims they will be happy to die as Muslims. Every person dies one day. So, what is wrong to die in hunger?

My Islamist friend told me that Allah is capable of doing all things. At one time the Saudis used to tend camels in the desert. Since Saudi Arabia is the birthplace of Islam and since Saudi Arabia is the custodian of the capital of Islam, that is Mecca, Allah has bestowed this land with petrol under its soil. I told him that not a single drop of this oil belongs to the general public of this desert kingdom. All the oil belongs to the Saudi monarch. This royal family, in liaison with the Wahabi brand of Islam rules this sacred land with absolute power and all the proceeds of oil is kept in foreign banks. Each male member of the royal family has more than forty wives. They have innumerable palaces in foreign countries, each with many concubines too. This is how the protectors of Islam lead their lives. They represent the Muslims and the Islamic culture. Is this Saudi monarchy cum Islamic culture is a threat to modern world? Saudi monarchy, the protector of Islamic symbol and the holy city of Mecca, in a bid to perpetuate its throne has established a worldwide campaign to set up Madrassa and Mosque culture in the name of Muslim brotherhood. Take the case of Bangladesh. During the last twenty-five years more than sixty thousand Madrassas have been founded in every nook and corner of this poverty stricken land with the help of Saudi money. These Madrassas have no curriculum to impart modern technological skill. The students here are trained for the life eternal bliss of paradise after death. They are indoctrinated to sacrifice their present life in exchange for the undying pleasure after life. There will be seventy virgins (hurs) to satisfy their every whim, if only these indigents sacrifice their lives for Islam. There will be unlimited supply of wine and whisky; no virgin will be over seventeen years old. These seventy hurs will eternally remain sweet sixteen. They will never grow old! How enchanting and irresistible those promises are! However, the reality is totally different. These

এই মাদ্রাসার ভাইয়েরা পরকালে, তাদের রাজাদের (সৌদি রাজা) মত জন প্রতি ৭০ টা করে ছর বা ষোড়শী নারী পাবেন। আর পাবেন অফুরন্ত সুরা বা হুইস্কী। আর ঐ নারীগণ কখনও ১৭ বছরে পা দেবেন না, তারা আল্লাহর ইচ্ছায় সবসময়েই ষোড়শী থাকবেন। সমস্যা হল, এই রক্ত মাংসের মাদ্রাসার ভাইদের বর্তমানের বাস্তব জীবনে খেতে হয়, বাবা-মা, বৌ-বাচ্চার ভরন-পোষন করতে হয়। তার জন্য চাকুরির প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। এরা মাদ্রাসা শিক্ষা শেষে আধুনিক বা টেকনোলজির বিশ্বে চাকুরি পেতে অক্ষম। কেননা, তারা চাকুরির পাওয়ার জন্য মাদ্রাসা থেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়নি। অতএব তারা তাদের নিজেদের মত মাদ্রাসা-রাজত্ব কায়েম করার কথা ভাবে আর মাদ্রাসা-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদ ঘোষণা করে। এটাই মুসলিম সংস্কৃতি, এটাই ওয়াহাবি বা সপ্তম শতকের ইসলামিক সংস্কৃতি।

১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার জৈনিক আফিসার শেখ মুজিবকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি নিজে জামায়াতে ইসলামের কর্মীদের রমনা চত্তরের আশে পাশে থেকে টোকাইদের সংগ্রহ করতে দেখেছেন। পরবর্তীতে খোজ নিয়ে জানা যায়, জামায়াতে ইসলামের অংগ সংগঠন ‘আজ্জুমানো মুফিদ উল ইসলাম’ সৌদি এম্বেসির জৈনিক অফিসারের সাহায্যে টোকাইদের সংগ্রহ করে এতিম খানায় রাখছে এবং ছোট ছোট মাদ্রাসা তৈরী করেছে। বাংলাদেশের কমুনিষ্ট পার্টি এর বিরোধীতা করেছিল। কিন্তু শেখ মুজিব মনে করেছিলেন, তার সৃষ্ট এই দুর্মূল্যের বাংলা দেশে কিছু গরীব লোকের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। আর এতে সমর্থন দিলে তার নিজের পরকালের রাস্তাটাও পাকাপোক্ত হবে। সেই থেকে সৌদি সাহায্যে মাদ্রাসা তৈরী শুরু, গত ২৫ বছরে তারা অসংখ্য মসজিদ ও ৬০,০০০ হাজার মাদ্রাসা তৈরী করেছে। এখান থেকে হাজার হাজার বাস্তব-বুদ্ধিহীন অকর্মণ্য যুবক বের হচ্ছে এবং তারা বাংলাদেশ নতুন এক ওয়াহাবি সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে।

আমেরিকাতে একটি কথা Loosers always complain. পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসরত Looser মুসলিম পণ্ডিতগণ মনে করেন, সৌদি আরবে ও জর্দানে অর্ধ শতাব্দি ধরে রা-

poor hapless souls have to be fed and clothed in this life. When they grow up they have to provide for their family, parents, brothers, sisters etc. For earning a living they must compete for jobs. Sadly, they are utterly ill prepared for the job market due to their lack of any marketable skill in modern technology. What will they do with their lives? They have only one choice left. They dream of establishing Madrassakingdom as per their whims and fancies. To this end, they declare Jihad as per the Islamic injunction. This is the culture of Wahabi Islam, the very original brand of Islam founded in the seventh century.

In 1975 an officer of the National Security Organisation informed Shaikh Mujibur Rahman, the then Prime Minister of Bangladesh that he himself had seen the Jamat Islami party workers collecting destitute children from the Ramna Park area. Later, it was learnt that the Anjuman Mafidul Islam, an affiliate of Jamat, in collaboration with an officer of the Saudi embassy was involved in the collection and sheltering these indigent children in orphanages. They were also setting up small Madrassas for them. The Communist Party of Bangladesh was against this activity of Jamat But Mujib thought differently He thought that by providing these poor souls with food and lodging in a poverty stricken country like Bangladesh he himself was making his road to eternal bliss an easier one. That was how the Madrassa business started with the help of Saudi money. During the last twenty-five years the number of Madrassas has reached to a staggering number of sixty thousand. These factories are now churning out thousands and millions of useless, un-practical, unproductive, unemployable youths. These endless supply of Jihadis has created a new breed of Wahabi Islam culture in Bangladesh.

A saying in USA goes like this, “Losers always complain.” The erudite Muslim pundits living in the west blame America for protecting for half a century, the royalties of Saudi Arabia and Jordan; the monarchy, disguised as a presidential form of government in Egypt, Syria and Palestine. It is as if America is responsible for these dictatorial rulers. They complain that because of the American support, the monarchy in Saudi Arabia could survive for such a long period. I must remind these Islamists that America’s foreign policy is driven by her self-interest and the interest of its citizens. Of course, this is absolutely normal. Every country does so. It is not the responsibility of the American government to depose the present kingship of Saudi Arabia, or the autocracy in Egypt and Syria and establish democracy there. This responsibility lies in the hands of the citizens of these respective countries. We believe that there is no prospect for democratic reform in Saudi Arabia in the foreseeable future, neither this prospect is bright in any other Arab Muslim nations. The reason is that in a Muslim state the ruler holds the absolute power. An Islamic state is created to establish the sovereignty of Allah; it is duty bound to serve Allah only. An Islamic state is not created for the welfare of its citizens. The state is a means to establish the religion. In contrast, the primary requisite for democracy is the separation of the state from religion. Religion needlessly impinges on people and the state to establish its superiority, thus killing democracy. This is applicable to all religions viz. Islam, Hinduism, Christianity or Judaism.

Islamists living in the west criticize the western democratic society as meaningless, promiscuous and too liberal to women. If you listen to them carefully, you will hear that they love to say that Islamic system is the best. When we press them to show us some examples of Islamic paradises, they fail miserably. If we ask further questions they get irritated and with anger they will cite the example of the Islamic paradise

অর্ধশতাব্দি ধরে রাজার শাসন, মিশর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইনে প্রেসিডেন্ট নামক রাজ-শাসন বহাল রয়েছে, আর সেটাও আমেরিকার দোষ। আমেরিকার সাহায্যের কারণে সৌদি রাজ শাসন টিকে আছে। সেই পন্ডিতদের ভেবে দেখা দরকার, আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হচ্ছে, তার নিজের জাতীয় স্বার্থ বা তার নাগরিকদের স্বার্থ। আর সেটাই হওয়া স্বাভাবিক। সৌদি আরবের রাজতন্ত্র, বা মিশর ও সিরিয়ার একনায়ক শাসন উৎখাত বা সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আমেরিকার সরকারের নয়, তা করার দায়িত্ব সেখানকার জনগণের। আমরা মনে করি সৌদি আরব কোন দিনই গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হবে না। হয়তোবা কোন আরব মুসলিম দেশেই গণতন্ত্র সম্ভব নহে। কারণ মুসলিম সংস্কৃতিতে রাষ্ট্রের হাতে এবসোলিউট ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়। মুসলিম রাষ্ট্র আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওয়াদাবদ্ধ এবং ইহা জনগণের কল্যাণের জন্য নয়, ধর্ম প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মাত্র। গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করা। ধর্ম অহেতুক জনগণ ও রাষ্ট্রের উপর প্রধান্য বিস্তার করে ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে হত্যা করে। এটা ইসলাম, হিন্দু, খৃষ্টান বা ইহুদি সব ধর্মের বেলায়ই সত্য।

পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসরত ইসলামিষ্টরা পশ্চিমা গণতন্ত্রকে অর্থহীন, উলঙ্গ ও মেয়েদের প্রতি অতি উদার সমাজ ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করতে ভাল বাসেন। তারা বলতে চান ইসলামিক শাসন ব্যবস্থাই সেরা। আমরা যখন উদাহরণস্বরূপ বর্তমানে অবস্থানরত একটি ইসলামিক সুশাসন ব্যবস্থার উল্লেখ করতে বলি, তখন তারা ব্যর্থ হন। অতিরিক্ত বিরক্ত হয়ে ১৫০০ বছর আগের বা ষষ্ঠ দশকের ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদের শাসনের কথা তোলেন। সে তো

established by Muhammad fifteen hundred years ago. No one could convince them that that has expired very long time ago. We ask for current example of Islamic paradises. To this, they cannot even give a single instance of a perfect Islamic village, not to talk of an ideal Islamic state!. They will never mention Talibani paradise, for, they know quite well that Talibani Islam is hopelessly unworkable; rather it is a wonderful instrument of oppression.

The golden period of Islam was from the ninth century to the twelfth century. During this time the Muslims had an enviable position in the advancement of science and other branches of knowledge. They were the tops in medical science and mathematics. The reason for this advancement, as given by the Pakistani scientist Parvaiz Hudobhoy is that during those days the Muslim community was Mutazillites. The Mutazillites were liberal thinkers, both the rulers and the ruled. Just like today's America they brought many, Muslims and non-Muslims, from around the world and offered them special privileges in the royal court. This opportunity opened a new vista for the Muslim community of that time.

Towards the end of twelfth century, a confrontation developed between the Mutazillites and the fundamentalist or orthodox Mullahs. This confrontation finally turned into a war. The victory went to the fundamentalists led by Al-Ghazali. This was the start of the demise of golden era of Islam. The fundamentalist rulers closed all doors to study of science by non-Muslims. The study of science and mathematics was declared as illegal.

Muslims often blame the rise of western civilization for their decline. But Parvaiz Hudobhoy is of the opinion that Islam became a defeated religion from this time. He thinks that today's Islam has closed its door for other non-Muslim thinkers. In contrast to this, the west, led by America welcomes thinkers from around the globe for the advancement of their respective countries. This accumulation of knowledge from all sources is the primary reason why the western society is ahead of the Muslims by hundreds of years.

Pervaiz Hudobhoy believes that the Muslims received their defeat in the twelfth century. He reinforces his belief by citing that when Islam closed its door to science and liberal thinking, the industrial revolution started in England at that time. England then opened the door for liberal thinkers and scientists by giving them ample opportunity to live and work in England plus many other privileges. We all know what happened next. Within a few centuries England ruled the world, not Islam

তখন। আধুনিক বিশ্বে প্রমান স্বরূপ তারা একটি ইসলামিক রাষ্ট্রতো দূরের কথা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামিক গ্রাম ও দেখাতে পারেন না। কারণ আধুনিক যুগে তালেবানি- ইসলামি রাষ্ট্র অচল। তা সাধারণ জনগণের উপর এক অমানবিক অত্যাচারের দেশ হয়।

ইসলামের গোন্ডেন এজ হচ্ছে নবম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত। এই সময়ে মুসলমানরা জ্ঞান বিজ্ঞানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থানে অবস্থান করছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অঙ্ক শাস্ত্রে মুসলমানরাই তখন বিশ্বের সেরা ছিল। ইহার কারণ হিসাবে বিশ্ব বিখ্যাত পাকিস্তানি বৈজ্ঞানিক পারভেজ আমির আলী হোদয় বলেছেন যে, ঐ সময় মুতাজিলিস সম্প্রদায় বা তৎকালীন মুসলিম শাসক ও মুসলিম চিন্তাবিদরা অত্যন্ত উদার মনের ছিলেন। আজকের আমেরিকার মত তারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে অমুসলিম ও মুসলিম বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাবিদদের বিশেষ সুবিধা দিয়ে রাজদরবারে নিয়ে আসতেন এবং তাদের অত্যন্ত মর্যাদা দিয়ে কাজ করার সুযোগ করে দিতেন।

দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে উদার মনের মুতাজিলিস সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়াপন্থী মুসলিমদের সংহাত ক্রমাগত যুদ্ধের আকার ধারণ করে। এবং এক পর্যায়ে আল গাজালীর নেতৃত্বে গৌড়া পন্থীরা জয়ী হয়। এবং এখানেই ইসলামের গোন্ডেন এজের পতনের সূত্রপাত। তৎকালীন শাসকের ইচ্ছায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সমস্ত দরজা-জানালা অনৈসলামিক বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাবিদদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এমন কি রাষ্ট্রের তরফ থেকে গণিত ও বিজ্ঞান চর্চা ইসলাম বিরোধী ও বেআইনি ঘোষণা করা হয়।

বিশিষ্ট পাকিস্তানী চিন্তাবিদ পারভেজ আমির আলী হোভদয় মনে করেন যে, ইসলামের পরাজয়ের সূত্রপাত এই সময় হয়েছে। যদিও মুসলমানরা তাদের অধঃপতনের জন্য আধুনিক কালের পশ্চিমা সভ্যতাকে দায়ী করে। তিনি মনে করেন, বর্তমান সময়ে ইসলামিক বিশ্ব তাদের দুয়ার অন্য বিশ্বের চিন্তাবিদদের জন্য বন্ধ করে রেখেছে। তখন আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্বের সরকারগণ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধারার চিন্তাবিদদের নিজ নিজ দেশে নিয়ে এসে সম্মানের সাথে কাজ করার সুযোগ দেন। এই একত্রিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চার ফলে পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম বিশ্বের চেয়ে শত বৎসর এগিয়ে গিয়েছে।

পারভেজ আমির আলী হোদয় মনে করেন, মুসলিমদের পরাজয় হয়েছে দ্বাদশ শতকে। কেননা যখন বিজ্ঞান ও চিন্তাবিদদের জন্য ইসলামি বিশ্বের দরজা বন্ধ হয়েছিল, ঠিক তখনই ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটেছে। এবং ইংল্যান্ড বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের অবাধে ইংল্যান্ডে প্রবেশ করতে দিয়েছে এবং ইংল্যান্ডে থাকার জন্য নানান রকম সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করেছে। এর পরের ইতিহাস সবার ই জানা। কয়েক শতাব্দির মধ্যেই মুসলমান নহে, ইংল্যান্ড বিশ্ব শাসন করেছে।

Quddus Khan, Editor
www.vinnomot.com
Email: vinnomot@yahoo.com